দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 03 MAY 199৮ ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ভিসির বাসভবনে বোমা নিক্ষেপ ॥ শিক্ষক বাসে আগুন ॥ শাটল ট্রেনে গুলীবর্ষণ ॥ ১৫ জন আহত

চট্টগ্রাম ভার্সিটি রিপোর্টার ॥ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ-ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষ চট্টগ্রাম শহরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গত শুক্রবার রাতে কতিপয় দুর্বৃত্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আবদুল মান্নানের শহরস্থ বাসভবনে নিক্ষিপ্ত দুইটি শক্তিশালী বোমা প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরিত হয়। ভিসি এ সময় বাসায় ছিলেন। তবে কেহ আহত হয় নাই। শুক্রবার সন্ধ্যায় ৩ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী শহরের নন্দন কানন টিএন্ডটি'র সম্মুখে অবস্থানরত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী বহনকারী ভাড়া বাস (চট্টগ্রাম জ-৫৪৫) হইতে বাস কর্মচারীদের অস্ত্রের মুখে নামাইয়া দিয়া পেট্রোল ও পাউডার দিয়া অগ্নিসংযোগ করে। ইহাতে একজন বাস কর্মচারী আহত হয়। একই দিন রাত ৮টায় চট্টগ্রাম শহর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখী শাটল ট্রেন ষোলশহর ষ্টেশনে পৌঁছিলে কতিপয় অস্ত্রধারী ট্রেনে গুলীবর্ষণ করে। ইহাতে ১০/১৫ জন আহত হয়। গুরুতর আহত তাপস ও সাইফুলকে স্থানীয় ক্লিনিকে ভর্তি করা হইয়াছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমাবনতিশীল পরিস্থিতিতে প্রশাসন ও অভিভাবক মহলে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়িয়া

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রথম পৃঃ পর)

চলিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ইতিপূর্বে ঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ রবিবার হইতে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু উদ্বেগজনক পরিস্থিতির এবং ছাত্রশিবির কর্তৃক অনির্দিষ্টকালের অবরোধ কর্মসূচীর কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আতংক বিরাজ করিতেছে। ইহাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'র বাসায় বোমা নিক্ষেপ, বাস পোড়াইয়া দেওয়া, ট্রেনে গুলী বর্ষণের ঘটনায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। হলগুলি হইতে সাধারণ ছাত্ররা ইতিমধ্যে চলিয়া গিয়াছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগামীকাল সোমবার হইতে ক্লাস শুরু করার জন্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরাইয়া আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সহিত আলোচনা অব্যাহত রাখিয়াছে। সিন্ডিকেটের গঠিত ৫ সদস্যের কমিটি গত বৃহস্পতি ও শুক্রবার ছাত্রলীগ ও ছাত্রফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করে। কমিটির সদস্যগণ গতকাল (শনিবার) সন্ধ্যায় এফ রহমান হলে ছাত্রশিবির নেতৃবৃন্দের সহিত বৈঠকে মিলিত হইয়াছেন। এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত বৈঠক অব্যাহত ছিল। এই বৈঠকের ফলাফলের উপর শিবিরের অবরোধ এবং হরতাল কর্মসূচীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আলোচনা ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছেন।

ভার্সিটি কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

এদিকে গত কয়েকদিনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং শহরে কয়েকটি সহিংস ঘটনায় কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে গতকাল (শনিবার) এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, কিছুদিন ধরিয়া আন্দোলনের নামে একটি ছাত্র সংগঠন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও তদসংলগ্ন এলাকা এবং চট্টগ্রাম শহরে বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটাইয়াছে। বাসে হামলা, বাস পোড়ানো, শাটল ট্রেনে গুলী বর্ষণ এবং হামলা চালাইয়া কিছু ছাত্র ও কর্মচারীকে আহত করা হইয়াছে। শুক্রবার রাতে ভিসি'র শহরস্থ বাসায় বোমা হামলা চালানো হয়। এইসব সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ভাইস-চ্যান্সেলর ছাড়াও তাহাদের পরিবার-পরিজনের সদস্যদের জীবন হুমকির সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে। ... প্রশাসন ... বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] এই ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিহার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে সহায়ক ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হইয়াছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শাহআলম এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী এক যুক্ত বিবৃতিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সহিংস ঘটনা এবং হল দখলের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। বিবৃতিতে তাহারা বলেন, সন্ত্রাসী ঘটনা ক্যাম্পাসের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শহরে বাস, ট্রেনে এবং ভিসি'র বাসভবনে হামলার কারণে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর জীবন নিরাপত্তাহীন হইয়া পড়িয়াছে। বিবৃতিতে বলা হয়, বিবদমান ছাত্র সংগঠনসমূহ ক্যাম্পাসে মারমুখী অবস্থান গ্রহণ করায় ক্যাম্পাস পরিস্থিতি আশংকাজনক রূপ নিয়াছে। শিক্ষক সমিতি সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জোর দাবী জানাইয়াছে। সমিতি অবিলম্বে বৈধ ছাত্রদের স্ব-স্ব হলে নিরাপদ অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছে।

ছাত্রলীগের বক্তব্য

ছাত্রলীগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মোঃ শাহজাহান চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ কলিম এক যুক্ত বিবৃতিতে ভাইস-চ্যান্সেলরের শহরস্থ বাসভবনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সন্ত্রাসীদের নগ্ন হামলার তীব্র নিন্দা করিয়াছে। বিবৃতিতে তাহারা বলেন, শিবির কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়গামী একটি ট্রেনে বোমা হামলা করিলে শফিকুল ইসলাম, গোপাল, রায়হান, মিলন ও তপনসহ ১০/১৫ জন ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে সকল সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত শিবির সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করার জোর দাবী জানান।

ছাত্রশিবিরের বক্তব্য

ইসলামী ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মাহবুবুর রহমান এবং সেক্রেটারী মুজিবুর রহমান মঞ্জু এক যুক্ত বিবৃতিতে ছাত্রলীগের বহিরাগত সন্ত্রাসীদের দ্বারা গত শুক্রবার চলন্ত ট্রেনের বগি হইতে গণিত দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সোহেল বায়জীদকে বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলে সে মাথায় মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রহিয়াছে।